KRISHNATH COLLEGE (BERHAMPORE)

Semester - 2

SANS - G - CCT - 2

SRIMANTA SARKAR (Guest Lecturer)

Section - C

গদ্যসাহিত্য (Prose Literature)

গদ্যের উৎস :- সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের সূচনা ঠিক কবে, কোন সময়ে হয়েছিল — এই বৃত্তান্ত আজও রহস্যাবৃত। ভারতবাসী প্রথম গদ্য রচনা দর্শন করে যজুর্বেদে। তারপর ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, অথর্ববেদ, আরণ্যকে গদ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বেদের 'মনুমৎস্যকথা' আখ্যানটি গদ্য রচনা রূপে প্রসিদ্ধ। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে যে গদ্য পাওয়া যায় তা কাব্য পদবাচ্য নয়। লৌকিক সংস্কৃতে সরস গদ্যের সার্থক আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করি সুবন্ধু, দণ্ডী ও বাণভট্টের রচনায়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্বে কিছু গদ্য রচনার উল্লেখ পাওয়া গেলেও সেগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। পতঞ্জলি তাঁর 'মহাভাষ্যে' বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা ও ভৈমরথী নামে তিনটি গদ্য কাব্যের উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও বররুচির 'চারুমতী', বীন পালের 'ত্রৈলোক্যসুন্দরী' প্রভৃতি গদ্য কাব্য আজ শুধু নামে পর্যবসিত; পূর্বসূরীদের সেই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুবন্ধু, দণ্ডী ও বাণভট্ট গদ্যকাব্যের সুদৃশ্য সৌধ নির্মাণ করেছেন।

গদ্যকাব্য কি ?

আলংকারিক বিশ্বনাথের মতে গদ্যের লক্ষণ হল — "বৃত্তবন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্।" আবার দণ্ডীর মতে, "অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যম্।" পদ্যের মত ছন্দের বন্ধন ও চরণবিভাগ না থাকলেও রস, ধ্বনি, বর্ণ সংযোজনে গদ্য রচনায় এক নূতন মাত্রা সৃষ্টি করে, যার ফলে গদ্যও হয়ে ওঠে কাব্য। গদ্যরচনা পদ্যরচনার থেকেও কঠিন। গদ্য রচনায় হল কবির প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি। তাই বলা হয় — "গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি।"

গদ্য কাব্যের শ্রেণিবিভাগ : কাব্য দ্বিবিধ — দৃশ্য ও শ্রব্য। দৃশ্য কাব্য অভিনয়যোগ্য নাটকাদি। শ্রব্যকাব্য মেঘদূত, কাদম্বরী প্রভৃতি। শ্রব্যকাব্য আবার গদ্য, পদ্য ও মিশ্রভেদে ত্রিবিধ। গদ্য কাব্যের আবার অনেক অবান্তর ভেদ দেখা যায় — আখ্যায়িকা, কথা, খণ্ডকথা, পরিকথা ও কথানিকা —

" আখ্যায়িকা কথা খণ্ডকথা পরিকথা তথা।
কথানিকেতি মন্যন্তে গদ্যকাব্যঞ্চ পঞ্চধা ॥" [অগ্নিপুরাণ]

উক্ত পাঁচ প্রকার ভেদের মধ্যে কথা ও আখ্যায়িকা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আখ্যায়িকার বৈশিষ্ট্য : আখ্যায়িকার বৈশিষ্ট্য গুলি হল —
① বিষয়বস্তু হবে লোকানুবর্তী। ② নায়ক নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী বিবৃত করবেন। ③ রচনা হবে সহজ ও মনোজ্ঞ গদ্যে, ④ বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দের ভাবী ঘটনাসূচক কবিতা থাকবে, ⑤ কবি কল্পনার সুযোগ থাকবে। ⑥ কন্যাহরণ, যুদ্ধ, বিরহ ও অভ্যুদয় প্রদর্শিত হবে। উদাহরণ :- বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'।

কথার বৈশিষ্ট্য :- কথা কাব্যের বৈশিষ্ট্য গুলি হল —
① বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দের শ্লোক থাকবে না। ② উচ্ছ্বাস ভাগ থাকবে না — (... একটানা গল্পের প্রবাহ চলতে থাকবে, ③ নায়ক ছাড়া অন্য কেউ গল্পের বক্তা হবেন।

উদাহরণ :- বাণভট্টের 'কাদম্বরী'।

সুবন্ধু :- যে তিনজন সাহিত্যিক সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য রচনায় নূতন যুগের প্রবর্তন করেছিলেন, সুবন্ধু তাঁদের মধ্যে অন্যতম এবং সম্ভবত কালের বিচারে প্রাচীনতম। তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে আবির্ভূত হন। বামন তাঁর কাব্যালংকার সূত্রবৃত্তি গ্রন্থে সুবন্ধুর উল্লেখ করলেও তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় জানা যায় না। বাসবদত্তা গদ্য কাব্যটি তাঁর রচনা। বাসবদত্তা গল্পটি এইরূপ — রাজা চিন্তামণির পুত্র কন্দর্পকেতু স্বপ্নে এক রাজকন্যাকে দেখেন এবং বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। বাসবদত্তাও স্বপ্নে কন্দর্পকেতুকে দেখে সখী তমালিকাকে প্রেরণ করেন। পথে তমালিকার সাহায্যে কন্দর্পকেতু ও তমালিকার সাক্ষাৎ হয়। এক ঋষির কন্দর্পকেতু বাসবদত্তাকে নিয়ে পলায়ন করেন। ঋষির তপোবনে বাসবদত্তা পাথরের মূর্তিতে পরিণত হন। অনুগ্রহে কন্দর্পকেতুর স্পর্শে বাসবদত্তা পুনরুজ্জীবিত হন। নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে উভয়ের মিলন হয়।

ঘটনা বা চরিত্র বিন্যাস কোন ক্ষেত্রেই সুবন্ধু কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। শ্লেষ অলংকারের বাহুল্যে তাঁর কাব্যটি হয়ে উঠেছে কৃত্রিম। বাসবদত্তা গদ্য কাব্যরূপে প্রথম শ্রেণীর নয় বলে সহৃদয়গণ মনে করেন।

দণ্ডী :- সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে যাঁরা এখনও স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে দণ্ডী অন্যতম। সপ্তম শতকের প্রথম দিকে দণ্ডীর আবির্ভাব হয়। তিনি কাঞ্চীর অধিবাসী ছিলেন। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মার সভাকবিরূপে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

দশকুমারচরিত' রচনাশৈলী ও ভাষার শব্দ্যতা দণ্ডী প্রকৃষ্ট বাক্তি বলে বহুলোকে মনে করে আছে। রাজশেখর বলেছেন যে দণ্ডীর তিনটি গ্রন্থ সুবিদিত — "ত্রয়ো দণ্ডী প্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ।"

অবন্তী সুন্দরী কথাকাব্যে দণ্ডীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর ভারবির পৌত্র. বীরদত্ত দণ্ডীর পিতা। দণ্ডীর মাতার নাম গৌরী। কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কুলে তার জন্ম। বাল্যকালে তার পিতামাতার মৃত্যু হলে শ্রুতদেব পরমুনীর কাছে মানুষ হন। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় তিনি দেশত্যাগ করেন। পরে পল্লব রাজসভায় উচ্চপদ লাভ করেন

দণ্ডীর দশকুমারচরিত দুটি অংশে আছে। এই গ্রন্থের দুটি ভাগ — পূর্বপীঠিকা ও উত্তর পীঠিকা। অর্থাৎ মূল নাম উচ্ছ্বাস দণ্ডী সম্পূর্ণ করেননি. চক্রপাণি দীক্ষিত নামে দাক্ষিণাত্যের জনৈক কবি গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন। মগধের রাজা রাজহংসের পুত্র রাজবাহন, আরও নয় পুত্র, রাজহংসের মন্ত্রী মিথিলারাজের দুই পুত্র, আর তিনজন রাজপুত্র বিন্ধ্য অরণ্যে এক সঙ্গে বড় হন। এদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী দশকুমারচরিত।

দশকুমার চরিতকে এক আধুনিক উপন্যাস বলা যায়, তৎকালীন সমাজের ভালোমন্দ সমস্তই দণ্ডী বর্ণনা করেছেন। রোমান্টিক প্রেমও যেমন রয়েছে তেমনি খুন, ডাকাতি, নারী হরণ, রাজনৈতিক কুটিলতা, সাধারণ আমোদ প্রমোদ দণ্ডীর রচনায় পাওয়া যায়। শান্তরসাত্মকতাকে বর্জন করে অসাধারণ ভাষায় শৃঙ্গার, বীর প্রভৃতি নানা রসের সমাবেশে গ্রন্থটিকে তিনি অতুলনীয় করে তুলেছেন। তার রচনার পদলালিত্য প্রশংসনীয়।

অবন্তী সুন্দরী কথায় লেখকের নাম পাওয়া না গেলেও অপ্পয় দীক্ষিত একে দণ্ডীর রচনা বলে মনে করেছেন। কথাসরিৎসাগরের কাহিনীকে অনুসরণ করেই এই গ্রন্থটি রচিত। বানভট্টের কাদম্বরীর গদ্য রীতির সঙ্গে অবন্তী সুন্দরীর গদ্য রীতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

দণ্ডীর কবিপ্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। প্রাকৃতিক বর্ণনায়, মানবিক রূপ-গুণ বর্ণনায়, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, পদলালিত্যে ও বাক্‌চাতুর্যে এবং হাস্যরস সৃষ্টিতে দণ্ডীর নৈপুণ্য অতুলনীয়। দণ্ডী বাস্তব জগৎ এবং জীবনের নিপুণ দ্রষ্টা। দণ্ডী কথাটির অর্থ দণ্ডধারী। সমাজের অনাচারের বা কদাচারের বিরুদ্ধে নিজ লেখনীকেই তিনি দণ্ডরূপে ব্যবহার করেছেন। তার গ্রন্থগুলির বৈচিত্র্য যেন শোভাযাত্রা করে চলেছে। তার গ্রন্থে যে জীবনচিত্র আছে তাতে বাস্তব জীবনের সংবাদ দেওয়ার তাগিদ আছে, যে সংবাদ সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও নেই। তাই অধ্যাপক কিথ যথার্থ মন্তব্য করেছেন — 'Dandin is unquestionably masterly in his use of language...'

বানভট্ট:- বানভট্ট সংস্কৃত গদ্যকাব্য জগতে রাজাধিরাজ। তাঁর অলোকসামান্য সৃষ্টিনৈপুণ্যে সংস্কৃত গদ্যকাব্য মহনীয় গুণগরিমায় ও চমকপ্রদ ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। কান্যকুব্জে বাৎস্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে বানভট্টের জন্ম হয়। তার পিতার নাম চিত্রভানু এবং মাতার নাম রাজ্যদেবী। বাল্যে তার মাতৃবিয়োগ হয় এবং পিতার কাছে পালিত হতে থাকেন, পিতার কাছেই বানভট্ট বেদাদি শাস্ত্রে নিপুণ হন, চৌদ্দ বছর বয়সে

পিতার মৃত্যু হলে বানভট্ট দেশত্যাগ করে যত্রতত্র ভ্রমন করতে থাকেন। ভ্রমনে তিনি অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। হর্ষবর্ধনের ভাই কৃষ্ণদেব বানভট্টকে রাজসভায় নিয়ে আসেন। সেখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। 5.

বানভট্ট রচিত গদ্যকাব্য দুটি — হর্ষচরিত ও কাদম্বরী। হর্ষচরিত একটি আখ্যায়িকা এবং কাদম্বরী একটি কথাকাব্য। হর্ষচরিত ৮টি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত। রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন — প্রভাকর বর্ধনের দুই পুত্র। তার কন্যা রাজ্যশ্রী। কনৌজের রাজা গ্রহবর্মা রাজ্যশ্রীর স্বামী। তিনি মালব রাজের দ্বারা নিহত হলে রাজ্যবর্ধন মালব রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। কিন্তু গৌড়রাজের চক্রান্তে নিহত হন। হর্ষবর্ধন ক্রুদ্ধ হয়ে গৌড়রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলে পথিমধ্যে শুনলেন যে রাজ্যশ্রী মালবের কারাগার থেকে পলায়িতা। অনেক অনুসন্ধান করে বিন্ধ্যপর্বতে আত্মহত্যায় উদ্যত রাজ্যশ্রীকে খুঁজে পেলেন। অসম্পূর্ণ অবস্থায় এখানেই হর্ষচরিতের কাহিনী শেষ হয়েছে।
****

কাদম্বরী বানভট্টের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই কাব্যের পূর্বভাগ তিনি রচনা করেন এবং উত্তরভাগ সমাপ্ত করেন তার পুত্র ভূষণ ভট্ট। বিদিশার রাজা শূদ্রকের সভায় এক শুকপাখি কাহিনীর বক্তা। নায়ক উজ্জয়িনীর রাজপুত্র চন্দ্রাপীড়; নায়িকা গন্ধর্ব রাজকন্যা কাদম্বরী। মহাশ্বেতার দ্বারা চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর পরিচয় লাভ করেন, পাশাপাশি পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার প্রনয় কাহিনী অত্যন্ত আকর্ষণীয়, এই উভয় প্রেমেই বানভট্ট জন্মান্তরের উল্লেখ করেছেন। যার ফলে কাহিনী-বিন্যাস খানিকটা জটিল হয়েছে। **

গদ্য সাহিত্যে বানভট্টের কাদম্বরীর অবদান সর্বাধিক। কল্পনায় স্বাধীনতায়, বর্ননার স্বচ্ছন্দচারিতায় এবং প্রতিভার দীপ্তিতে কবি তাঁর এই কাব্যকে বিচিত্রতায় পূর্ণ করে তুলেছেন। 'কাদম্বরী' শব্দের অর্থ সুরা। সুরার মাদকতায় মানুষ আনন্দে বিভোর হয়। ঠিক তেমনি কাদম্বরীর রসামৃত পান করে পাঠক সমাজ আনন্দে আত্মহারা। তার আহারে রুচি থাকে না। সেই কারনে বলা হয় — "কাদম্বরীরসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে।"

সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের জগতে বানভট্ট কবি সার্বভৌম, শ্লেষে, শব্দগুম্ফনে, রসে, অলংকার ও সার্থক কথাবর্ননে বান যথার্থই "পঞ্চবানস্তু বানঃ"। শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, রামায়ন, মহাভারত, পুরান, ব্যাকরন প্রভৃতি শাস্ত্রে কবির পান্ডিত্যের পরিচয় পাই প্রতি পদে পদে। তাই বানের সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে — "বানোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্।" বানভট্ট ভাষা জগতকে উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছেন। কি বিষয় বর্নন, কী চরিত্র চিত্রনে, এমনকি প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-বিরহের বাস্তব চিত্র উপস্থাপনে — সর্বত্রই বানভট্টের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষন শক্তি ও অনন্যসুলভ চিত্রগ্রাহিতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। তবে বানের কাব্যকাননে অলংকারের প্রবেশ দুষ্কর।

—x—

****(New Para):- হর্ষচরিতের রচনাশৈলী আড়ম্বর পূর্নক। অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ অলঙ্কার ছোয়ায় কাঠিন্য এসেছে। তবুও কোন কোন স্থলে স্বচ্ছন্দ গদ্যের উদাহরন বান দিয়েছেন।

—x—